সহযোগী সদস্যপদ সৃষ্টি

IAWP-এর এশিয়া প্যাসিফিক-ভিত্তিক অধিভুক্ত সংগঠনগুলোর প্রতি ত্যাগ শ্রমিক সংঘের প্রস্তাব

পক্ষান্তরে,

ইন্টারন্যাশনাল অ্যালায়েন্স অফ ওয়েস্ট পিকার্স (IAWP)-এর প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নে অ্যালায়েন্স অফ ইন্ডিয়ান ওয়েস্ট পিকার্স (AIW) এবং এর অনেক সদস্য—যারা দাতব্য সংস্থা, ট্রাস্ট বা এনজিও হিসেবে নিবন্ধিত হতে পারে—কর্তৃক পালন করা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে স্বীকার করা হচ্ছে। গ্লোবাল অ্যালায়েন্স অফ ওয়েস্ট পিকার্স (যা পরবর্তীতে ইন্টারন্যাশনাল অ্যালায়েন্স অফ ওয়েস্ট পিকার্স নামে নামকরণ করা হয়)-এর সংবিধানের খসড়া তৈরি, কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন, নীতিগত সুপারিশ প্রণয়ন এবং সাংগঠনিক অবস্থান নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাদের অবদান উল্লেখযোগ্য। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ইন্টারন্যাশনাল অ্যালায়েন্স অফ ওয়েস্ট পিকার্স-এর ১২টি ভারতীয় সহযোগী সংস্থার মধ্যে ১১টিই অ্যালায়েন্স অফ ইন্ডিয়ান ওয়েস্ট পিকার্স থেকে উদ্ভূত।

এটা স্বীকার করে যে, যদিও অ্যালায়েন্স অফ ইন্ডিয়ান ওয়েস্ট পিকার্স সদস্য সংগঠনগুলোর দ্বারা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত নেতৃত্বসহ একটি সদস্য-ভিত্তিক নেটওয়ার্কের মানদণ্ড পূরণ করে, কিন্তু সংগঠনগুলোর একটি সংগঠন হিসেবে এর প্রকৃতি, আনুষ্ঠানিক সংবিধান বা উপবিধির অভাব এবং মূলত সদস্য সংগঠন ও একটি কেন্দ্রীয় সচিবালয় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রোটোকলের মাধ্যমে এর কার্যক্রম পরিচালনার কারণে, এটি আইএডব্লিউপি-র (IAWP) সাথে সরাসরি অধিভুক্তির জন্য অযোগ্য।

এছাড়াও, এমন অসংখ্য আবর্জনা সংগ্রাহক সংগঠনের অস্তিত্বকে স্বীকার করা হচ্ছে যারা নিজ নিজ দেশ ও অঞ্চলের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির কারণে সদস্য-ভিত্তিক সংগঠন হিসেবে নিবন্ধন করতে পারেনি, এবং যাদের সংবিধান বা উপবিধিতে সদস্য-ভিত্তিক কাঠামোর প্রতিফলন নেই, অথচ তারা আবর্জনা সংগ্রাহকদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আবর্জনা সংগ্রাহক আন্দোলনের ঐক্য নিশ্চিত করার জন্য, এআইডব্লিউ (AIW)-এর মতো নেটওয়ার্ক এবং আবর্জনা সংগ্রাহকদের সংগঠিতকারী দাতব্য সংস্থা বা এনজিও—উভয়কেই আন্তর্জাতিক আবর্জনা সংগ্রাহক জোটের (International Alliance of Waste Pickers) প্রভাব বলয়ের অন্তর্ভুক্ত করা অপরিহার্য।

একইভাবে, লাতিন আমেরিকায় রেডলেকার (REDLACRE)-এর মতো অনুরূপ নেটওয়ার্কের অস্তিত্বকে স্বীকার করা হচ্ছে, যেগুলো আঞ্চলিকভাবে এআইডব্লিউ (AIW)-এর মতোই কাজ করে, কিন্তু সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতার কারণে সরাসরি অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে একই ধরনের অযোগ্যতার সম্মুখীন হয়।

সমাধান করে,

অতএব, আমরা IAWP-এর কংগ্রেসের কাছে বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে একটি সহযোগী সদস্যপদ মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করছি।

সহযোগী সদস্যপদ ভোটাধিকারবিহীন পর্যবেক্ষকের মর্যাদা প্রদান করবে, যার মাধ্যমে কংগ্রেসে অংশগ্রহণ করা যাবে এবং আন্তর্জাতিক বর্জ্য সংগ্রাহক জোটের নীতি ও কার্যপ্রণালীর বিষয়ে অ-বাধ্যতামূলক সুপারিশ প্রদানের সুযোগ পাওয়া যাবে।

সহযোগী সদস্যপদের মানদণ্ড নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক উপযুক্ত সময়ে প্রণয়ন করা হবে এবং পরিষদকে আমন্ত্রণসহ বিভিন্ন উপায়ে যোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহযোগী সদস্য হিসেবে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানোর ক্ষমতা প্রদান করা হবে।

সহযোগী সদস্যপদের বিধানটি সংবিধানে হয় সদস্যপদ সংক্রান্ত ৪ নং ধারার সংশোধনী হিসেবে, একটি পরিশিষ্ট হিসেবে, অথবা একটি সংসদীয় প্রস্তাব হিসেবে, নিম্নলিখিত শর্তাবলী সাপেক্ষে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে:

স্থানীয়, জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে কর্মরত আবর্জনা সংগ্রহকারী সংগঠনগুলোর নেটওয়ার্ক বা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সংগঠনগুলোকে আমন্ত্রণের মাধ্যমে সহযোগী সদস্যপদ প্রদান করা হয়।

1. সহযোগী সদস্যদের ভোটাধিকার থাকে না এবং তাঁরা কংগ্রেস ও সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলোতে অংশগ্রহণ করে ইন্টারন্যাশনাল অ্যালায়েন্স অফ ওয়েস্ট পিকার্স-কে অনাবশ্যক মতামত ও সুপারিশ প্রদান করতে পারেন।
2. সহযোগী সদস্যপদের মেয়াদ বৃদ্ধির মানদণ্ড কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত হবে।
3. মানদণ্ডের মধ্যে এই ধরনের শর্ত অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে যে, সংস্থা বা নেটওয়ার্কটিকে আবর্জনা সংগ্রহকারীদের জীবিকা ও সামাজিক সুরক্ষায় পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে সক্রিয় থাকতে হবে এবং এর কার্যপ্রণালী ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নথি, যেমন ট্রাস্ট ডিড বা উপবিধিতে আবর্জনা সংগ্রহকারীদের সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।
4. নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে শুধুমাত্র আমন্ত্রণের মাধ্যমে সহযোগী সদস্যপদ প্রদান করা হয়।

এই প্রস্তাবের লক্ষ্য হলো আন্তর্জাতিক বর্জ্য সংগ্রাহক জোটের আওতায় বর্জ্য সংগ্রাহক সংগঠনগুলোর বিদ্যমান ও ভবিষ্যৎ নেটওয়ার্কগুলোকে একীভূত করা এবং আঞ্চলিক সীমানা পেরিয়ে সহযোগিতা ও সংহতি বৃদ্ধি করা।